এস, বি, প্রডাক্‌সন্সের

নিবেদন

ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের

উল্কা

পরিচালনা • নরেশ মিত্র

এস, বি, প্রডাকসন্সের উল্কা

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : নরেশ মিত্র

প্রযোজনা : রণজিৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কর্মসচিব : সুধীর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কাহিনী :	ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত	সুর :	সুধীন দাশগুপ্ত
চিত্র-শিল্পী :	জি. কে. মেহতা	সম্পাদনা :	অর্ধেন্দু চ্যাটার্জি
শব্দ-যন্ত্রী :	সুশীল সরকার	গীত রচনা :	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও কানুরঞ্জন ঘোষ
শিল্পনির্দ্দেশ :	বটু সেন ও শিবপদ ভৌমিক	সুরবাহার :	ইমরৎ হোসেন খান্
ওরিয়েন্টাল ও বর্মি নৃত্য পরিকল্পনা :	অতিনলাল	আলোক সম্পাত :	পৃথ্বীশ, কেষ্ট গণেশ, কালীচরণ, ব্রজেন, মঙ্গল সিং
আবহ সঙ্গীত পরিচালনা :	বালসারা		
রূপসজ্জা :	অক্ষয় দাস	যন্ত্র সঙ্গীত :	ল্যাজস্ বেঙ্ক ও সম্প্রদায়
অতিরিক্ত রূপসজ্জা :	প্রাণানন্দ গোস্বামী	ব্যবস্থাপনা :	পূর্ণেন্দু রায় চৌধুরী
পরিচয় লিখন :	শচীন ভট্টাচার্য্য	ষ্টিল ফটো :	ক্যাপ্স্ ফটোগ্রাফী

সেতার ও আবহ সঙ্গীত : ওস্তাদ বিলায়েৎ হোসেন খান্

মিশরীয় নৃত্য-পরিচালনায় ও নৃত্যে : লীন ও লীস

প্রচার পরিচালনায় : শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

★ সহকারীবৃন্দ ★

পরিচালনায় : দীলিপ দে চৌধুরী ও অশোক সর্বাধিকারী

চিত্র শিল্পে : গোরা মল্লিক ও ফটিক ● শব্দ যন্ত্রে : চঞ্চল ঘোষ ও গজেন

সম্পাদনায় : ... রবীন সেন ● রূপসজ্জায় : ... সত্যেন ঘোষ

কণ্ঠ সঙ্গীতে : সন্ধ্যা মুখার্জি, আল্পনা ব্যানার্জি ও গায়ত্রী বসু

★ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ★

ডাঃ জীবন মজুমদার, কানাই লাল দত্ত, পি. পি. মেহ্‌রা
গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল, প্যাট্‌লাক্ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্, নরেন গল

★ রূপায়ণে ★

সুনন্দা দেবী, সবিতা চ্যাটার্জি, যমুনা সিংহ, জয়শ্রী সেন, সত্য ব্যানার্জি, কমল মিত্র, জীবেন বোস, বীরেশ্বর সেন, জহর রায়, অনুপকুমার, অনিল চ্যাটার্জি, তুলসী লাহিড়ী, বীরেন চ্যাটার্জি, ডাঃ হরেন, কমল মিশ্র, রাধারমণ, মিলন, দেবেন বন্দ্যোঃ, পাপা, সুনীত, সন্ধ্যা

নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওতে গৃহীত ও বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত

পরিবেশনা : শ্রীবিষ্ণু পিক্‌চার্স প্রাইভেট লিমিটেড্

গল্পাংশ

কল্‌কাতার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী রাজীব ঘোষের সব কিছুই ছিলো।—ছিল প্রচণ্ড শক্তি, ব্যক্তিত্ব, অধ্যবসায় ও সাধনা। যার ফলে যৌবনেই 'এক্সপোর্ট-ইম্‌পোর্ট'-এর কারবার ক'রে প্রচুর অর্থ ও জনপ্রিয়তা লাভ ক'রেছিলো।

অনেক দেখে শুনে গরীবের ঘরের সুন্দরী মেয়ে কমলাকে বিয়ে ক'রেছিলো সে। সংসারে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ যেন উপ্‌চে প'ড়্‌ছে।

কিন্তু নির্মম নিয়তি সব চুরমার ক'রে দিল।

রাজীব ও কমলার প্রথম সন্তান জন্মালো ভয়াবহ বীভৎস এক রূপ নিয়ে। নার্সিং হোমে বীভৎস, কদাকার, জীবন্ত মাংসপিণ্ডবৎ নবজাত এই শিশুটিকে দেখে রাজীব মর্মভেদী এক আঘাত পেয়ে একেবারে ক্ষেপে উঠ্‌লো। বন্ধু সুহৃৎ ডাক্তারকে অচিরেই এই কদাকার সন্তানটিকে হত্যা ক'র্‌তে অনুরোধ জানালো। ডাক্তার রাজীবকে বোঝাবার অনেক চেষ্টা ক'রলো, কিন্তু রাজীব কিছুতেই বুঝ্‌তে চাইলো না, কোনও কথাই শুনলো না। সুহৃৎ তখন বাধ্য হ'য়েই রাজীবের সেই সন্তানটিকে রাতা-রাতি রেখে এলো তারই পরিচিত এক স্বামীজীর আশ্রমে।

স্ত্রী কমলা কিছুই জান্‌লো না।—

রাজীব নিশ্চিন্ত হ'ল।—

পঁচিশ বৎসর কেটে গেছে। সেই হতভাগ্য পিতৃ-মাতৃ পরিত্যক্ত শিশুটি স্বামীজীর আশ্রমে থেকে মানুষ হ'য়েছে। স্বামীজীর শিক্ষায় সে পেয়েছে স্নিগ্ধ, ক্ষমা-সুন্দর একখানি মন।

মৃত্যু-পথ যাত্রী স্বামীজী বিদায়-লগ্নে অরুণাংশুকে (স্বামীজীরই দেওয়া নাম) জানিয়ে গেলেন : সে অনাথ নয়, তারও বাপ-মা আছে। কল্‌কাতার ডাক্তার সুহৃৎ সরকারের কাছে গেলে সব-কিছুই জান্‌তে পার্‌বে।

হতাশা-আনন্দ-বেদনা যেন অরুণাংশুকে পাগল ক'রে তোলে। পিতৃ-মাতৃ পরিচয়ের

আশায় ছুটে আসে সে হাজারিবাগ থেকে কল্‌কাতায়ঃ বের্‌ ক'রতেই হবে তার মা আর বাবাকে খুঁজে।

ডাক্তার সরকার এতদিন বাদে অরুণাশুকে দেখে প্রথমটা চম্‌কে উঠ্‌লেন, তারপর সাদরে তাকে বুকে টেনে নিলেন। অরুণ জিজ্ঞাসা করেঃ কে তার বাপ্‌, কে তার মা, কী তাদের পরিচয়, কোথায় থাকেন তাঁরা ?

ডাক্তার বলেঃ সে কথা শুনে তার কোনও লাভ নেই, কারণ, পঁচিশ বছর আগে, এক ঝড়-জলের রাত্রে সে রায়বাহাদুর রাজীব ঘোষের প্রথম সন্তান হ'য়ে জন্মালেও, তাদের কাছে আজ সে মৃত। সকলকেই রাজীব বলেছে, তার প্রথম সন্তান জন্ম-মুহূর্ত্তেই মারা গেছেঃ মৃত উল্কার মত ক্ষণেক আলোর দীপ্তি দিয়ে পঁচিশ বছর আগেই, তার জন্ম মুহূর্ত্তেই সে নিভে গিয়েছে। আজ তাদের কাছে তার আর কোনও অস্তিত্বই নেই—সে মৃত।

কিন্তু অরুণাংশু শুন্‌লো না সে কথা।—ছুটে গেল সে রাজীবের গৃহে।

লক্ষপাত রাজীব ঘোষের বিরাট অট্টালিকা সেদিন উৎসব-আনন্দে হাস্‌ছে। তার একমাত্র পুত্র সুবীরের জন্মদিন। রাজীবের ঐ পুত্র ছাড়াও একটি কন্যা আছে, নাম তার গোপা। সুখের-আনন্দের সংসার। সেই আনন্দের মধ্যে ঝড়ের মত এসে অরুণাংশু সব ওলোট-পালোট ক'রে দিয়ে গেলো। রাজীব চিনেও চিন্‌তে পার্‌লো না তার পরিত্যক্ত প্রথম সন্তানকে। সুবীর মার-ধোর ক'রে অরুণাংশুকে থানায় দিয়ে আসে—কমলার বুকটা ব্যথায় টন্‌ টন্‌ ক'রে ওঠে।—

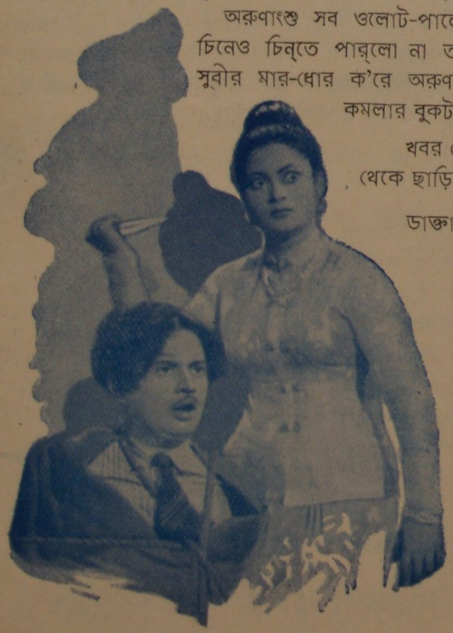

খবর পেয়ে সুহৃৎ ডাক্তার তাকে থানা থেকে ছাড়িয়ে এনে নিজগৃহে স্থান দিলো।

ডাক্তারের কাছে অরুণাংশুর পরিচয় পেয়ে, রাজীবের চোখের সাম্‌নে তার অতীতের ফেলে-আসা কলঙ্কময় দিনগুলি ভেসে উঠ্‌লো। বুঝ্‌তে পার্‌লো যৌবনের একটা ক্ষণিক ভুল আজ কত বড় হ'য়ে তার সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েছে। পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে সে ছুটে গেল ডাক্তারের কাছে সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌তে। কিন্তু গ্রহণ ক'র্‌লো না

অরুণাংশু সে দান। কিন্তু চোখের জলে ভাস্‌তে ভাস্‌তে রাজীব যখন পুত্রকে বুকে জড়িয়ে ধর্‌লো—অরুণ তখন তার সব মান-অভিমান হারিয়ে ফেলেছে।

বাবাকে অরুণাংশু পেলে, কিন্তু তার মা ? মার কাছে তার পরিচয় দিতে গেলেই তো জগৎশুদ্ধ লোক জেনে যাবে রাজীবের দুষ্কৃতির কথা !—রাজীবের মান-সম্মান সব কিছুই মাটিতে লুটিয়ে পড়্‌বে। নাঃ ! তার কোনও প্রয়োজন নেই। বাবা তো তাকে পুত্র বলে স্বীকার করেছেন, এই তার পক্ষে যথেষ্ট !

কিন্তু তবুও অরুণ মাকে ভুলতে পারে না ; ভোলা কী যায় ! তাই সে একদিন গভীর রাত্রে চোরের মত গিয়ে ঘুমন্ত মায়ের পদতলে রেখে আসে দু' ফোঁটা তপ্ত অশ্রু !

অরুণ যেমন পেয়েছিল বাপের আকৃতি এবং মায়ের সুন্দর প্রকৃতি সুবীর পেয়েছিলো তেমনি মায়ের রূপ এবং বাপের মত প্রকৃতি। ধনীর দুলাল অর্থস্বাচ্ছন্দের মধ্যে থেকেও কুচক্রী বন্ধুদের পরামর্শে জড়িয়ে পড়ে চোরা-কারবারের এক গভীর জালে। বাপের ব্যবসা ছাড়াও এক 'নাইট হোটেল' খুলে সে দিনের পর দিন অধঃপাতের পথে এগিয়ে যেতে থাকে।

ডাক্তারের একমাত্র মেয়ে মিলির সঙ্গে তার বিবাহের কথা পাকা হ'য়ে গিয়েছিলো। সুবীরের গতিবিধির কথা জান্‌তে পেরে ডাক্তার বেঁকে বস্‌লো ; মিলিকে-দেওয়া সুবীরের হীরের আংটি ফেরৎ দিয়ে সুবীরকে প্রত্যাখ্যান ক'র্‌লো।

ঘটনাচক্রে পড়ে অরুণাংশু সুবীরের কুচক্রী বন্ধুদের ষড়যন্ত্রের জাল থেকে সুবীরকে মুক্ত ক'র্‌তে গিয়ে মারাত্মকভাবে আহত হ'ল। তাকে জীবনমৃত অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হ'ল রাজীবেরই পরামর্শমত তারই গৃহে।

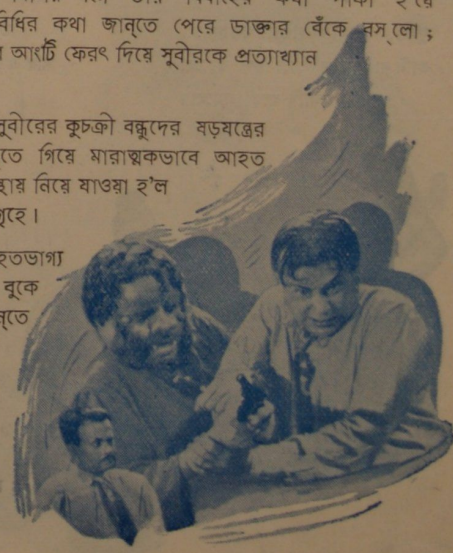

এতদিন বাদে সত্যই কি হতভাগ্য অরুণাংশু পেল তার মায়ের বুকে একটুখানি স্থান ? কমলা কি জান্‌তে পার্‌লো যে, সুবীর ও গোপা ছাড়াও তার আর একটি সন্তান আছে এবং তার মুখ থেকেই প্রথম মা ডাকটি শোনবার আশায় আশায় সে একদিন স্বপ্ন দেখেছিলো ?

সঙ্গীতাংশ

গোপার গান

ও আমার ময়ূরপঙ্খী নাও
বলো গো কোথায় তুমি যাও
কি যে, আমি চাই
কি যে পাই—জানি না
খুশিতে তাই কি বাঁধন মানে না!
ও আমার ময়ূরপঙ্খী নাও
বলো গো কোথায় তুমি যাও।

নীল পরীদের দেশে যাই হারিয়ে যাই
এই যে মাটির সীমা যাই ছাড়িয়ে যাই
হারিয়ে যাই, যাই গো যাই
মন গো জানো গো আজ কিসের সাড়া পাও!
বলো গো কোথায় তুমি যাও
ও ময়ূরপঙ্খী নাও
বলো গো কোথায় তুমি যাও।

ফুলগুলো সব দখিন হাওয়ায় গন্ধ ছড়ালো
জানি না কে সে প্রাণে ছন্দ ঝরালো
আঁখি স্বপ্নে জড়ালো।
কোন্ সে ভ্রমর এসে গুন্‌গুনিয়ে যায়
আজ সে আমায় শুধু গান শুনিয়ে যায়।
বনছায়—পাখী গায়
মন গো তারে তুমি কি কাছে ডেকে নাও।
বলো গো কোথায় তুমি যাও
ও আমার ময়ূরপঙ্খী নাও
বলো গো কোথায় তুমি যাও।

মাফিনের গান

যদি এ রাতে তুমি থাকো সাথে
আমি আর কুছু চাই না।
বোলো ওগো বোলো না
একি তোব ছোলো না
মন দিয়ে মন কেনো পাই না।
যৌবন বন ছায়—মৌমাছি গান গায়
যৌবন বন ছায়—মৌমাছি গান গায়
তারই সুরে গান কেনো গাই না।
যদি এ রাতে তুমি থাকো সাথে
আমি আর কুছু চাই না।

বোলো ওগো বোলো না
একি তোব ছোল না
মন দিয়ে মন কেনো পাই না।
আঙুরের খুনে লাল তনু মন ঝলকে
বাঁকা ছুরি চমকায় নয়নের পলকে
মুখো-মুখি হাতে হাত
কেটে যাক এই রাত
স্বোপ্নের দেশে চলো যাই না।
যদি এ রাতে তুমি থাকো সাথে
আমি আর কুছু চাই না।
বোলো ওগো বোলো না
এ কি তোব ছোলনা
মন দিয়ে মন কেনো পাই না।

মিলির গান

চম্পার চোখে যেন কার মায়া লেগেছে
চাঁদ ওই চুপি চুপি তাই নেমে এসেছে।
চম্পার চোখে যেন কার মায়া লেগেছে
এই রাতে বুঝি তাই ঘুম নাই, ঘুম নাই
তারাদের চোখে আজ আলোকের রোশনাই।
চম্পার কাছে চাঁদ কিছু কি গো চেয়েছে।
চম্পার চোখে যেন কার মায়া লেগেছে।
কত কথা চম্পার আজ মনে পড়ে যে
ঝিঁঝিঁদের গানে তারি সুর যেন ঝরে যে ঝরে যে—
টিপ্ টিপ্ ওই দীপ জোনাকিরা জ্বেলেছে
চম্পার চোখে যেন কার মায়া লেগেছে।
নীল নীল আকাশের সব নীল ঝরালো
চাঁদিমার মন কত স্বপ্ন যে ছড়ালো
ঝির্‌ঝির বাতাসের কানে কথা ভেসেছে।
চম্পার চোখে যেন কার মায়া লেগেছে
চাঁদ ওই চুপি চুপি তাই নেমে এসেছে।
চম্পার চোখে যেন কার মায়া লেগেছে।

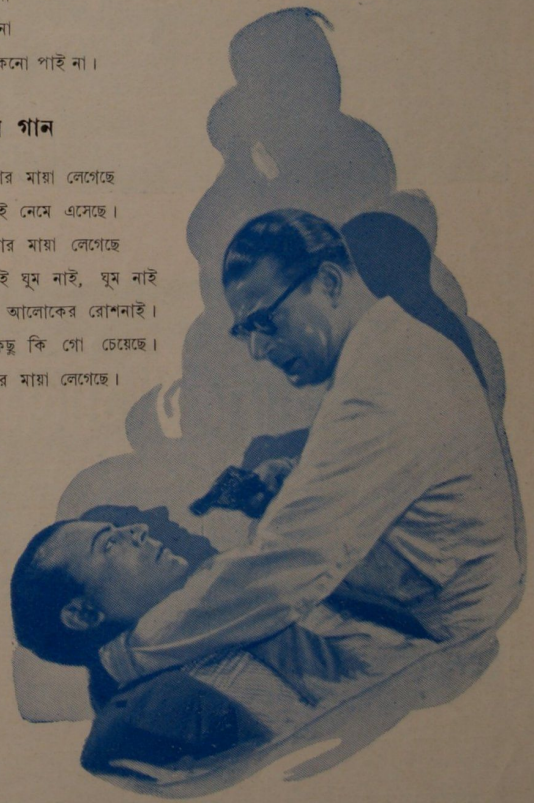

★ পরবর্ত্তী আকর্ষণ ★

প্রভাত প্রডাকসন্সের

সমতা

পরিচালনা • প্রভাত মুখার্জি

রূপায়ণে

অরুন্ধতী • বলরাজ সাহানী • মঞ্জু দে

দীপক মুখার্জি ও বেবী রাধা

মেট্রোপলিটান পিক্‌চার্সের

মানময়ী গার্লস স্কুল

রচনা • রবীন মৈত্র

পরিচালনা • হেমচন্দ্র চন্দ্র

সঙ্গীত • রাজেন সরকার

রূপায়ণে • বাংলার জনপ্রিয় শিল্পীবৃন্দ

পরিবেশক ঃ শ্রীবিষ্ণু পিক্‌চার্স

পরিকল্পনা ও সম্পাদনা শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় * মুদ্রাঙ্কণে ঃ জুবিলী প্রেস, কলিকাতা-১৩